প্রথম আলো

তারিখ ... JUL 05 2006 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সম্পাদকীয়

শিক্ষার মান ও প্রধানমন্ত্রীর উপদে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয় রাজনীতি থেকে মুক্ত কর

গত রোববার দেশের ১৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে প্রথম
অধিকারী ৫৭ জন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদানের সময় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জি
অনেক ভালো ভালো কথা বলেছেন। যেমন, তিনি দেশে শিক্ষার বিস্তার ও উচ্চশি
মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করতে দলমতনির্বিশেষে সবার প্রতি আহ
জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নিশ্চয়ই অজানা নয় যে, একটা সুসময় ছিল যখন ঢ
বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হতো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যাল
(বুয়েট) সুনামও সুবিদিত। অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মোটামুটি ভা
মানের শিক্ষাদান চলত, পঠন-পাঠন-গবেষণার পরিবেশ ছিল। আর এখন? এক বু
ছাড়া অন্যগুলোর অবস্থা খারাপ। সম্প্রতি সাংহাইভিত্তিক ইনস্টিটিউট অব হা
এডুকেশন পরিচালিত একাডেমিক র‍্যাঙ্কিং অব ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিস ২০০৫ শী
জরিপে বিশ্বের ৫০০টি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বাংলাদেশের কো
বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পায়নি।

সরকার বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যসহ গুরুত্ব
পদগুলোতে পরিবর্তন ঘটে; বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আমলেই মধ্যরাতে উপাচার্যের
দখলের ন্যক্কারজনক চিত্র দেশবাসীকে দেখতে হয়েছে। অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ প
দলীয় বিবেচনায় লোকবদল হয়ে যায়। পরিস্থিতি এমনই হতাশাব্যঞ্জক পর্যায়ে
গেছে যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর বিদ্যাপীঠ বলে মনে হয় না। দলীয়ব
এক সর্বগ্রাসী ব্যাধি হয়ে উঠেছে। শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে দলীয় পরিচয়ের ভিত্তি
নিয়োগের সময় মৌখিক পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ভা
ফলাফলের প্রার্থীদের বাদ দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে দলীয় ক্যাডারদের। ঢ
বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ছাত্রদলের কয়েকজন ক্যাডারকে শি
হিসেবে নিয়োগের দৃষ্টান্তটি বহুল আলোচিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যা
তাহের হত্যার পেছনে একই বিভাগের অন্য এক শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতা এই প্রক্রি
চূড়ান্ত নেতিবাচক পরিণতির এক দৃষ্টান্ত। সরকারি ছাত্রসংগঠনের ক্যাডারদের শি
বানানোর মাধ্যমে দল ভারী করার লক্ষ্যে পরীক্ষায় তাদের বেশি নম্বর দেওয়ার
চলছে; এর জন্য আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চক্র সক্রিয়; শিক্ষক নিয়োগের সিলেক
কমিটিগুলোও একই লক্ষ্যে সংগঠিত। দলীয় ক্যাডার ও আত্মীয়স্বজনকে নি
দেওয়ার জন্য অপ্রয়োজনে পদ সৃষ্টির ঘটনা অনেক বেড়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। বর্তমান বা সাবেক
প্রধানমন্ত্রীই জানেন, কী কারণে, কীভাবে এ অবস্থা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশ
দলীয় লোক, তাদের সুপারিশ-পরামর্শের মধ্যেও দলীয় স্বার্থের বিবেচনা কাজ করে
প্রতিষ্ঠানটি ২০ বছর মেয়াদি একটা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে সরকার-সমর্থক হি
পরিচিত লোকজনকে নিয়ে। উপাচার্য নিয়োগের জন্য একটা জাতীয় অনুসন্ধান কা
গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু, কর্মপরিকল্পনা-সুপারিশ সবই কাগজে সীমা
রয়েছে। কাজ শুরু হয়নি, অনুসন্ধান কমিটি কবে গঠিত হবে কেউ জানে না।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেভাবে চালানো হচ্ছে সেভাবেই যদি চলতে থা
তাহলে উচ্চশিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য দলমতনির্বিশেষে সবাই একযোগে ব
করুন—প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানে কোনো ফলোদয় হবে না। সবকিছুর আগে পাবি
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দলীয় রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করতে হবে; উপাচার্য,
গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে এবং শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে যোগ্য
দক্ষতা ও পেশাদারিত্বকে করতে হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়।